কর, তাহা সমুদয় আমাতেই সমর্পণ কর। এই বাক্যে লৌকিককর্ম্মও যে শ্রীভগবানে অর্পণ করিবার বিধি আছে তাহাই দেখান হইল। পূজাপ্রকরণে কথিত "ইতঃপূর্ব্বং প্রাণবুদ্ধিদেহধর্ম্মাধিকারতঃ" ইত্যাদি মন্ত্রেও লৌকিক বৈদিক উভয়বিধকর্ম্মই শ্রীভগবানে সমর্পণ করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। উভয়বিধ কর্ম্ম-সমর্পণ মধ্যে স্বাভাবিক কর্ম্মার্পণে দুষ্কর্ম্মের দুই প্রকার গতি। জ্ঞানেচ্ছু সাধকের দুষ্কর্ম্ম এবং সুকর্ম্ম উভয়বিধ কর্ম্ম সমর্পণে তাহাদের ফলে কোনও পার্থক্য নাই। কারণ জ্ঞানীগণ "নাহং কর্ত্তা নাহং ভোক্তা" অর্থাৎ আমি কর্ম্মও করিও না কর্ম্মফলও ভোগ করি না। দেহেন্দ্রিয়ই কর্ম্ম করে এবং দেহেন্দ্রিয়ই তাহার ফলভোগ করে। আমি দেহেন্দ্রিয় হইতে পৃথক, সিত্যসিদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্তস্বভাব, অণুচৈতন্যস্বরূপ—এই ভাবনাই তাহাদের কর্ম্ম সমর্পণ। ভক্তীচ্ছু সাধকের পক্ষে কিন্তু আমার দুর্ব্বাসনা দুঃখ দর্শন করিয়া সেই করুণাময় আমার প্রতি করুণা করুন। তিনি স্বয়ং কৃপা করিয়া যদি আমার দুর্ব্বাসনাজনিত দুঃখ দূর না করেন, তাহা হইলে আমার নিজ-শক্তিতে এই দুর্ব্বাসনা নিবৃত্তি করিবার কিছুমাত্রও সামর্থ্য নাই"—এই প্রকারে শ্রীভগবানের নিকটে দৈন্যমাখা বিজ্ঞাপনই কর্ম্মার্পণ, অথবা শ্রীবিষ্ণুপুরাণে কথিত "যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েষ্বনপায়িনী। ত্বামনু-স্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্নাপসর্পতু॥" অবিবেকী জনের বিষয়েতে যে নিশ্চলা প্রীতি, হে নাথ! তোমাকে আমি নিয়ত স্মরণ করি যে—আমার হৃদয় হইতে তোমার প্রতি সেই জাতীয় প্রীতি যেন কখনও বিদূরিত না হয়। অথবা এই প্রকারে এবং পদ্মপুরাণে কথিত "যুবতীনাং যথা যূনি, যূনাঞ্চ যুবতৌ যথা। মনোঽভিরমতে তদ্বন্মনো মে রমতাং ত্বয়ি। বহু যুবতী-গণের এক যুবকে অথবা বহু যুবকের এক যুবতীতে যেমনভাবে মন অভিরমিত হয়, হে নাথ! আমার মন যেন সর্ব্বদা তেমনই তোমাতে অভিরমিত হয়। এই প্রকারে আমার সুকর্ম্মে বা দুষ্কর্ম্মে যৎকিঞ্চিৎ আসক্তি আছে, সেই আসক্তি সর্ব্বতোভাবে শ্রীভগবানে হউক্—এই প্রকার সমাধান করিতে হইবে। সকাম মানবের কিন্তু সর্ব্বপ্রকারেই সর্ব্বদুষ্কর্ম্ম সমর্পণ করা কর্ত্তব্য। একাদশ স্কন্ধে উল্লেখ আছে—"বেদোক্তমেব কুর্ব্বাণো নিঃসঙ্গোঽ-র্পিতমীশ্বরে" অর্থাৎ ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য হইয়া বেদবিহিতকর্ম্মই শ্রীভগবানে সমর্পণ করিবে। এস্থানে কিন্তু আবার বৈদিককর্ম্মই ঈশ্বরে অর্পণ করিবে বলিয়া ব্যবস্থা করিয়াছেন। ২১৭॥

অথ বৈদিককর্ম্মার্পণস্য প্রশংসামাহ—ক্লেশভূর্য্যল্পসারাণি কর্ম্মাণি বিফলানি বা। দেহিনাং বিষয়ার্ত্তানাং ন তথৈবার্পিতং ত্বয়ি॥ ২১৮॥